ছবির বই

ছবির বই। যোগীন্দ্রনাথ সরকার
off Print:
[illegible]
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
Code 4.4(8)
SL 16 (1)
৮৫৪

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঃ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

ছবির বই

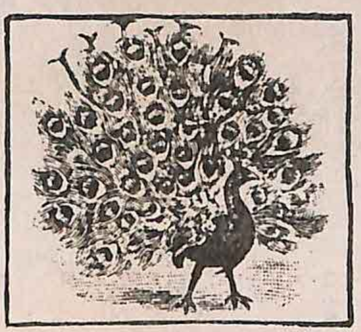

সূচীপত্র

ময়ূর	৩
তিনটি বোন	৪
বানরের খেয়াল	৬
গাধার দুষ্টামি	৬
মেলিল না আঁখি	৭
শোভার কুকুর	৮
দামোদরের পরিবর্তন	৯
টুনুর ঘুম	১১
সুখের মিলন	১২
সাক্ষাৎ পরী	১৩
মায়ের আদর	১৫
বুলবুলি	১৬

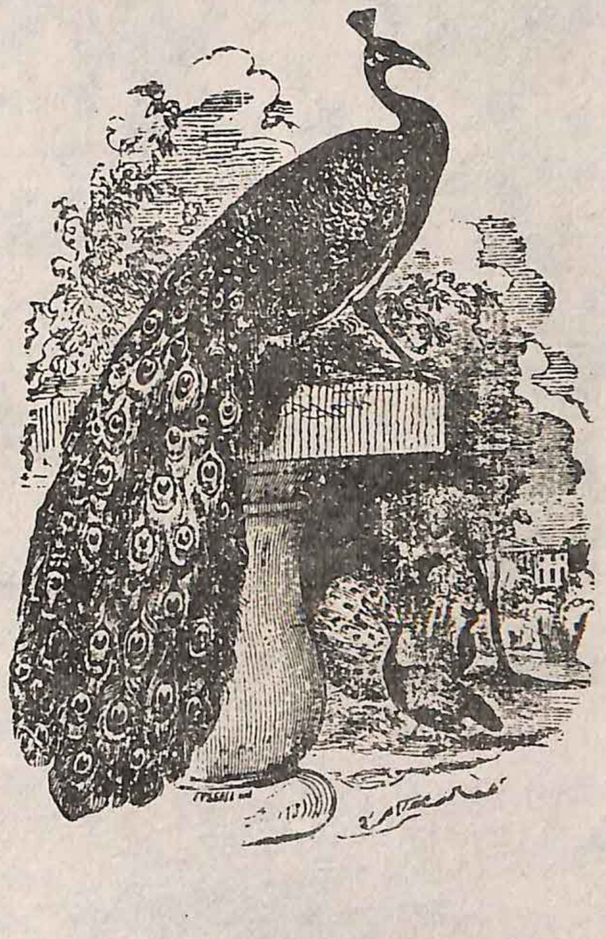

ময়ূর

আয় রে ময়ূর আয়—
প্যাখম্ ধরে নেচে নেচে যাদুর কাছে আয় !
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে, সোনার নূপুর পায় !

তিনটি বোন

আমরা তিনটি বোন,
আমি মেজো, দিদি বড়,
ছোটটি নোটন !

আমার একটি ভেড়া আছে,
হরিণ থাকে দিদির কাছে,
বাছুর নিয়ে খেলে সুখে
আমাদের নোটন—
আমরা তিনটি বোন ।

ভেড়ার যখন খিদে পায়,
আমার কাছে খাবার চায়,
আদর করে ভালবেসে
খেতে দিই তখন—
আমরা তিনটি বোন ।

সে আমারে ভালবাসে,
তাই তো ছুটে কাছে আসে,
কে পারে তায় আমার মত
করিতে যতন—
আমরা তিনটি বোন ।

আমরা তিনটি বোন,
হরিণ, ভেড়া, বাছুর নিয়ে
থাকি সর্বক্ষণ ।

হরিণ আমার বড়ই ভালো,
চোখের তারা কেমন কালো,
মুখের শোভা কেমন তাহার,
কি সুন্দর গঠন—
আমরা তিনটি বোন ।

আয় বলে যেই কাছে ডাকি,
আঁখির 'পরে রেখে আঁখি,
অমনি ছুটে কাছে এসে
দাঁড়ায় সে তখন—
আমরা তিনটি বোন ॥

ভালবাসি বলে তারে
ভালবাসে সে আমারে ;
তা না হলে বনের পশু
হয় কি গো আপন—
আমরা তিনটি বোন ॥

আমরা তিনটি বোন ;
বাবা বলে, 'তিনটি রাঙা
ফুলেরি মতন !'

দিদিরা সব আদর করে
'নোটন' বলে ডাকে মোরে,
বাছুরের নাম আমিও তাই
রেখেছি 'ঝোটন'—
আমরা তিনটি বোন ।

দুধের বাটি লয়ে হাতে
খাওয়াই তারে দুধে ভাতে ;
খেয়ে খেয়ে ঝোটন আমার
হয়েছে কেমন—
আমরা তিনটি বোন ।

তোমরা যদি এমনতর,
কাকেও ভালবাসতে পার,
দেখবে তখন কেমন সুখে
কাটবে গো জীবন—
আমরা তিনটি বোন ।

বানরের খেয়াল

একদিন এক ব্রাহ্মণ নস্য লইতে লইতে দেখিতে পাইলেন, একটা বানর একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বানরটা প্রায়ই ব্রাহ্মণের তরি-তরকারি চুরি করিয়া লইয়া যাইত। একটু মজা দেখিবার জন্য তিনি নস্যদানিটা খুলিয়া রাখিয়া, সেখান হইতে কিছু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন ! অমনি দেখিতে দেখিতে বানর ছুটিয়া আসিয়া এক টিপ নস্য আপনার নাকের মধ্যে পুরিয়া দিল। আর যায় কোথা,—হ্যাঁচ্চো—হ্যাঁচ্চো—কেবল হাঁচি ! সে নাক রগড়াইয়া, মাটিতে মুখ ঘসিয়া কিছুতেই হাঁচি থামাইতে পারে না ! বানর-মহলে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। এই ঘটনার পর কয়েক মাস পর্যন্ত বানরটা আর ব্রাহ্মণের বাড়ির ত্রিসীমায়ও ঘেঁসে নাই।

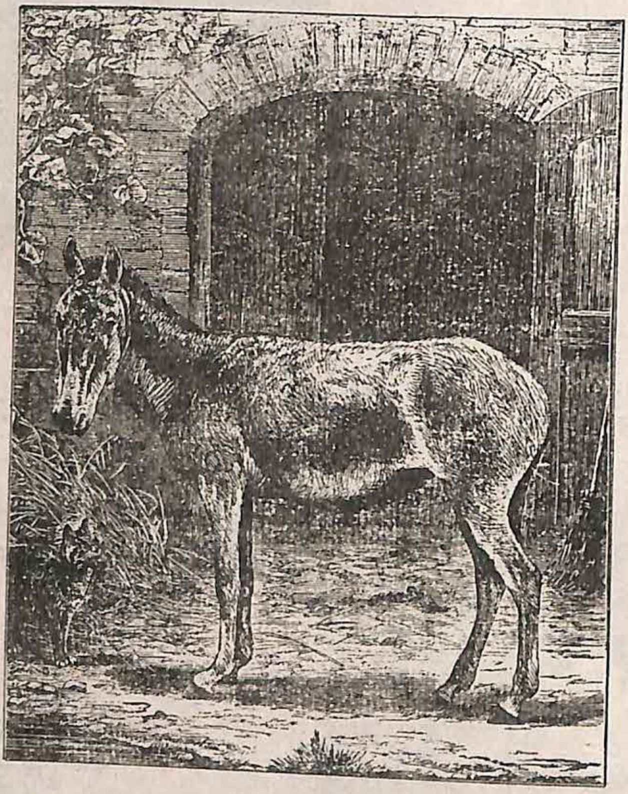

গাধার দুষ্টামি

গাধাকে সকলেই বোকা বলিয়া জানে, কিন্তু বাস্তবিক, গাধা বোকা নহে। গাধার দুষ্টামির একটা গল্প শুনিবে ? এক ব্যক্তি তাঁহার ঘোড়াকে একটা ঘেরা জায়গায় রাখিতেন; বাহির হইবার জন্য একটিমাত্র দরজা ছিল। সেই দরজাটি, ভিতর ও বাহির, উভয় দিকেই বন্ধ থাকিত। কিন্তু ঘোড়াকে রোজই বাহিরে দেখা যাইত। প্রথমে কেহই ইহার কারণ ঠিক করিতে পারিল না। শেষে দেখা গেল, ঘোড়া প্রথমে ভিতরের হুড়কা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলে এবং 'চেঁহে' 'চেঁহে' শব্দ করে ; আর তখনি কোথা হইতে একটা গাধা ছুটিয়া আসিয়া নাক দিয়া বাহিরের ছিটকিনি তুলিয়া দেয়। তার পর ঘোড়া বাহিরে আসিলে, দুই বন্ধুতে মিলিয়া ঘাস খায়। এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গাধা একেবারেই 'গাধা' নহে।

মেলিল না আঁখি

॥ ১ ॥

শাখা-প্রশাখায় এক মহাতরু
আছিল আকাশ ঢাকি,
হরিণ-শাবক থাকিত তলায়
উপরে থাকিত পাখি ।

॥ ২ ॥

প্রাণে মনে যেন দুইটিতে তারা
একেবারে ছিল মিশে ;
একের ভাবনা, অপর সখারে
হরষে রাখিবে কিসে !

॥ ৩ ॥

ফুল হতে পাখি মধু আনি সুখে
হরিণে করাতো পান ;
পাকা পাকা ফল কুড়ায়ে হরিণ
বিহগে করিত দান !

॥ ৪ ॥

এইরূপে যাপি সারা দিনমান
আঁধার রজনী কালে,
হরিণ-শাবক ঘুমাত তলায়
বিহগ ঘুমাত ডালে ।

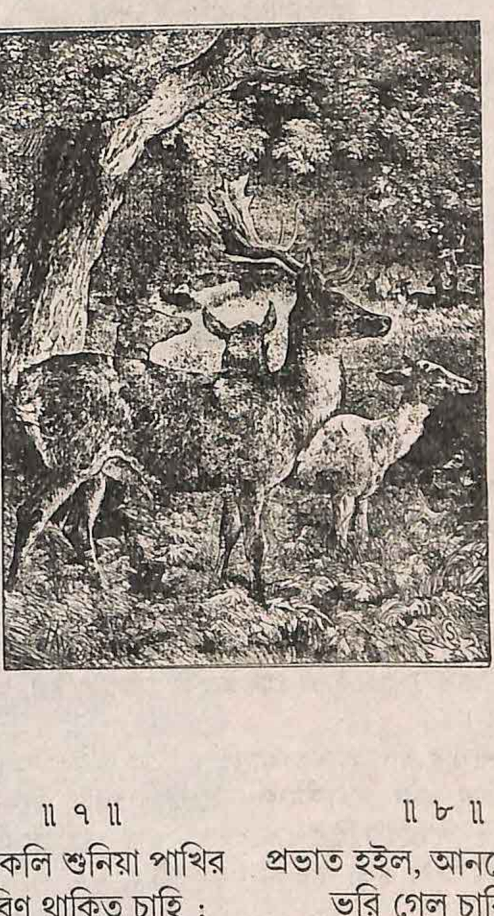

॥ ৫ ॥

একদিন হায়, বেলা শেষে এক
তীক্ষ্ণ নিঠুর বাণ,
অকালে বধিল হরিণ-ছানার
নিরীহ কোমল প্রাণ !

॥ ৬ ॥

যাতনা-কাতর সখারে হেরিয়া
ছুটিয়া আসিল পাখি,
সন্ধ্যা-আঁধার নামিয়া ভূতলে
উভয়ে ফেলিল ঢাকি !

॥ ৭ ॥

হরষ কাকলি শুনিয়া পাখির
হরিণ থাকিত চাহি ;
সেরূপ-ভঙ্গিমা দেখিয়া বিহগ
উল্লাসে উঠিত গাহি !

॥ ৮ ॥

প্রভাত হইল, আনন্দের রোলে
ভরি গেল চারি ধার ;
জাগিল না শুধু দুইটিতে তারা,
মেলিল না আঁখি আর !

শোভার কুকুর

কুকুরটির প্রতি চাহিয়া দেখ, চোখ দুটি কি সুন্দর ! চাহনিতে স্নেহ-মমতা যেন ফুটিয়া রহিয়াছে ! শোভার সহিত এই কুকুরের এত ভাব কেন, জান ? শোভা যখন আরও ছোট ছিল, তখন তাহার বাবা নারায়ণগঞ্জে চাকুরি করিতেন । সেই সময় একদিন স্টিমারে পদ্মা পার হইতে হইতে হঠাৎ শোভা জলে পড়িয়া যায় ।

এই কুকুরটি স্টিমারেই থাকিত ! এক খালাসীর উপর উহার দেখাশুনার ভার ছিল । শোভা জলে পড়িবামাত্র খালাসী কুকুরকে কি যেন একটা ইসারা করিল, আর অমনি সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিল ।

ইহাতে শোভার বাপ-মায়ের আনন্দের সীমা রহিল না । তাঁহারা অনেক টাকা দিয়া তখনই কুকুরটি কিনিয়া লইলেন এবং খালাসীকেও যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন ।

সেই অবধি শোভার সহিত কুকুরের খুব ভাব । শোভা যখন যাহা কিছু খাবার পায়, কুকুরকে ভাগ না দিয়া, কখনও একাকী তাহা খায় না । কুকুরটি সঙ্গে না থাকিলে তাহার খেলা-ধুলা, আমোদ-প্রমোদ সবই মাটি !

শোভার বাপ-মা এই কুকুরের উপকারের কথা একদিনের জন্যও ভুলেন নাই । ইহার সুখ-সুবিধার জন্য তাঁহারা সর্বদাই ব্যস্ত । কুকুরটি যেন পরিবারেরই একজন । সে সকলেরই আদরের পাত্র ।

দামোদরের পরিবর্তন

দামোদর সিং-এর বয়সএখন ছাব্বিশ বৎসর। ছয় বৎসর পূর্বে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। দামোদরের পিতা সামান্য যাহা কিছু উপার্জন করিত, তাহাতে সংসারের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হইত না! সেই জন্য দামোদরের মা নিজে পরিশ্রম করিয়া বাড়ির চারি পাশে তরি-তরকারির বাগান করিয়াছিল। গ্রামের অন্যান্য কৃষকদিগের সহিত সে ফলমূল লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত। এইরূপে উভয়ের পরিশ্রমে অতি কষ্টে তাহাদের দিন চলিত।

দামোদর তাহাদের একমাত্র সন্তান। পিতামাতার এই কষ্টে সে কোথায় তাহাদের কার্যের সহায়তা করিবে, না, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দামোদর ক্রমেই অধঃপাতে যাইতে লাগিল। কুসঙ্গীদের সহিত মিশিয়া মন্দ আমোদে দিন কাটাইতে পাইলে সে আর কিছুই চাহিত না। পিতা-মাতা তাহাকে কত বুঝাইল, কত তিরস্কার করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার সুবুদ্ধি হইল না।

দামোদরের বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন একদিন হঠাৎ তাহার পিতার মৃত্যু হইল। একে কুপুত্রের অত্যাচার, তাহার উপর স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যু—দামোদরের মা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। পুত্রকে কি খাওয়াইবে, কেমন করিয়া সংসার চলিবে, ভাবিয়া সে কূলকিনারা পাইল না। দামোদরের কিন্তু কোন ভাবনাই নাই। তাহার সুখ-সুবিধার সামান্য একটু ত্রুটি হইলে, সে অকথ্য ভাষায় মাকে গালাগালি করিত।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে একদিন দামোদরের মা অসুস্থ হইয়া পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, 'বাবা, আমার শরীর আজ কেমন কেমন করছে ; মাথা যেন টলে পড়ছে। আজ তুমি একবার বাজারে যাও।'

দামোদর বলিল, 'কি, চাষার মত আমি বাজারে যাব ? কখনই না।' পুত্রের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া দামোদরের মা বলিল, 'আচ্ছা, মরি আর বাঁচি, আমিই বাজারে যাচ্ছি ; কিন্তু গরুটাকে দেখতে পারবে তো ? যদি কারও ক্ষেতে গিয়ে পড়ে, তবে ফাঁড়িতে পাঠাবে, এ কথাটা মনে রেখো।'

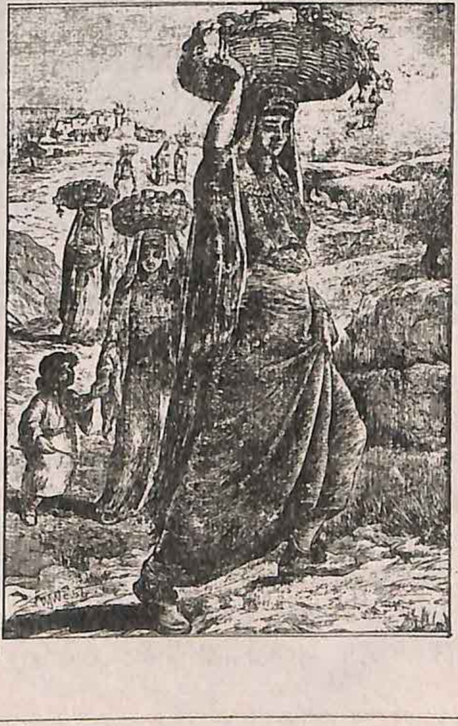

টুনুর ঘুম

টুনু যেন কি !
সকাল হলো, তবু
ঘুম ভাঙে নি !
'ও টুনু, টুনু, উঠবি নে,
খেলার ঘরে ছুটবি নে ?'

বাড়িছে বেলা ;
কখন হবে শুরু
মোদের খেলা !
'ও টুনু, টুনু, চল না, ভাই
তা ধিনা ধিন নাচতে যাই !

জাগিল পাখি ;
আসিতে ঘরে রোদ
নাহিক বাকি ।
'ও টুনু, টুনু, ওঠ না রে,
ছুট-ছুট-ছুট ছোট না রে !'

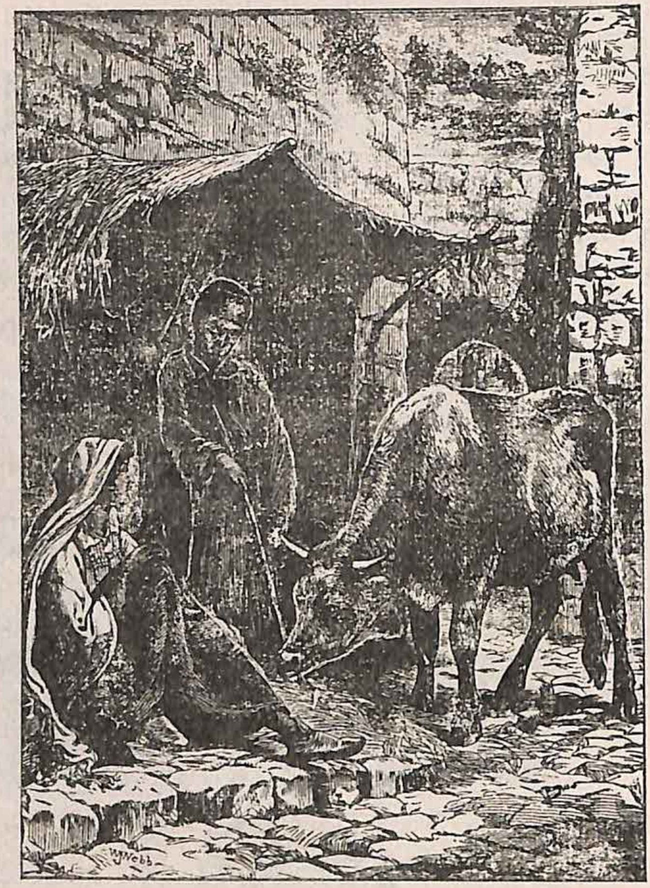

এই বলিয়া দামোদরের মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাজারে চলিল ; দামোদরও তাহার নিজের দলে গিয়া মিশিল। দুপুরবেলা দারুণ রৌদ্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দামোদরের মা বাড়িতে আসিয়া শুনিল, গরুটা এক ব্যক্তির ক্ষেতে পড়িয়াছিল বলিয়া, সে তাহাকে ফাঁড়িতে দিয়াছে ! হায় ! হায় ! অভাগিনী যে ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইল ! ফাঁড়ি তাহাদের বাড়ি হইতে দুই ক্রোশ দূরে। সেই দুপুর রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে দামোদরের মা ফাঁড়িতে উপস্থিত হইল এবং ফলমূল বিক্রয় করিয়া যাহা উপার্জন করিয়াছিল, তাহা দিয়া গরু ছাড়াইয়া আনিল।

সেদিন আর তাহাদের খাওয়া-দাওয়া হইল না। দামোদর বাড়িতে ফিরিয়া ভাত না পাইয়া, প্রথমে খুব তর্জন-গর্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু দুর্বল শরীরে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাতে, মায়ের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে দেখিয়া শেষটা কেমন যেন এক রকম হইয়া গেল। সেই দিন মায়ের বিছানার পাশে বসিয়া সে কত কথাই না ভাবিতে লাগিল ! তাহাকে সুপথে আনিবার জন্য পিতার প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা, মায়ের অশ্রুপাত একে একে সকল কথাই মনে পড়িতে লাগিল, আর যাতনায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। সেদিন অনুতপ্ত হৃদয়ে দামোদর প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও কুসঙ্গে মিশিয়া কুৎসিত আমোদে দিন কাটাইবে না।

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দামোদর এখন তাহাদের গ্রামের একজন আদর্শ কৃষক। পুত্রের সাহায্যে জননী এখন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে।

সুখের মিলন

[পাখি ও বালিকা]

॥ ১ ॥

বালিকা ঃ খাঁচায় বেঁধে এমন করে
রাখব না আর পাখি তোরে,
কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে
প্রাণটা ফেটে যায় ;
যা উড়ে যা, বনের পাখি,
মনটা যেথা চায় !

॥ ২ ॥

পাখি ঃ ভালবাসায় দিছি ধরা,
প্রাণটা আমার সুখে ভরা,
এমন কচি হাতের পরশ
আর কোথা বা মেলে ?
কিসের আশায় যাব রে ভাই
এতটা সুখ ফেলে !

॥ ৩ ॥

বালিকা ঃ স্বাধীনভাবে আপন মনে,
ফির গে যা তুই বনে বনে !
হরষ-রবে আকাশ-পাতাল
ফেল গে যা রে ছেয়ে ;
নূতন জীবন মিলবে সেথা,
নূতন আহার পেয়ে !

॥ ৪ ॥

পাখি ঃ বনটা অতি সুখের বটে,
সলিল আছে নদীর তটে,
তরুর শাখে মধুর রসাল
ঝুলছে কত ফল ;
কিন্তু এত আদর যতন
করবে কে বা বল ?

॥ ৫ ॥

বালিকা ঃ ভালবাসা চাস যদি রে,
মাঝে মাঝে আসিস ফিরে,
মেলিয়ে পাখা নৃত্য করে
বসিস কাছে এসে ;
সুখের সাথী মিলবে, পাখি
উড়ে যা তোর দেশে ।

॥ ৬ ॥

পাখিঃ সুখের সাথী চাই না রে ভাই
স্বাধীনতার মুখেতে ছাই,
খাঁচায় বসে মনের সুখে
কাটুক দিবস যামি ;
এমন সুখটি ছেড়ে যেতে
পারব না ভাই আমি !

সাক্ষাৎ পরী

নিরুপমা ও অনুপমা দুই সহোদরা। নিরু এই এগার বৎসরে পড়িয়াছে, অনুর বয়স সাত। নিরু পড়াশুনাতে বেশ, অনুও কিছু কিছু পড়িতে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু সকল কথা এখনও ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। ভোরের বেলায় বিছানার ধারে বসিয়া তাহার দিদি একখানা নূতন বই পড়িতেছিল। অনুও দিদির পাশে বসিয়া তাহা পড়িতে লাগিল। তাহারা কোন্ গল্প পড়িতেছে, জান?

ভিখারীর গল্প

গল্পটি এই—'ভিক্ষা দে গো, ভিক্ষা দে।
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে,
মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।'

একদিন এক ভিখারি গানটি গাহিতে গাহিতে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিল। তাহার মলিন বস্ত্রখানি একেবারে কুটি কুটি, দেহ এত ক্ষীণ যে, লাঠির উপর ভর না দিয়া চলিতে পারে না। দারুণ গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা সূর্য যেন আগুন ঢালিতেছে! এমন সময় ভিখারি ঘুরিতে ঘুরিতে এক ধনীর দরজায় আসিয়া ভিক্ষা চাহিল।

বাবু আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ঘুমটা তখনও বেশ জমাট রকমের হয় নাই ; একটু একটু তন্দ্রা আসিয়াছে মাত্র। পাশে ভৃত্য ঢুলিতে ঢুলিতে পাখা টানিতেছে। ভিখারির অস্পষ্ট কাতর ধ্বনি বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রথমবার তিনি শুনিয়াও শুনিলেন না। ভিখারি অপেক্ষাকৃত উচ্চ গলায় আবার ভিক্ষা চাহিল। এবার বাবুর তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। দুপুরবেলা ঘুমের ব্যাঘাত করাতে তিনি তো চটিয়াই লাল! ভিখারিকে দূর করিয়া দিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে যাইল বটে কিন্তু ভিখারির অবস্থা দেখিয়া তাহার মুখ ফুটিয়া কথা বাহির হইল না। এদিকে ভৃত্যকে দেখিতে পাইয়া ভিখারি অধিকতর কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিল। বাবুর মেজাজ তখন মহা গরম হইয়া উঠিল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া ভিখারিকে এমন এক ঘুসি মারিলেন যে, সে বেচারা কাঁপিতে কাঁপিতে আধমরার ন্যায় হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল।

নিকটেই অনিলবাবুর বাড়ি। অনিলবাবুর দুইটি মেয়ে—মেয়ে তো নয়, যেন দুইটি পরী! যেমন তাহাদের রূপ, তেমনি গুণ। আমাদের এই ধনীর বীরত্ব তাহারা স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল; দেখিয়া, তাহাদের মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। দুই বোনে সেই দুপুর রৌদ্রে ছুটিয়া আসিয়া ভিখারির সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মাথায় শীতল জল ও সর্বাঙ্গে পাখার বাতাস দিতে দিতে ক্রমে ভিখারির শরীর একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। তখন তাহাকে বাড়িতে লইয়া গিয়া দুই বোনে নানা প্রকার খাদ্য আনিয়া দিল। ভিখারি পেট ভরিয়া খাইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, 'মা, তোমরা কে গো? তোমরা কি স্বর্গের দেবী? ভিখারিকে আজ যেমন করুণা করলে, ঈশ্বর তোমাদের তেমনি সুখি করবেন। মা, তোমরা বেঁচে থাক।'

গল্পটি পড়িয়া নিরু ও অনু অনিলবাবুর মেয়ে দুইটির কথা ভাবিতে লাগিল। আহা! এমন মেয়ে হইতে না পরিলে আর সুখ কি! আর সেই ধনীবাবু?—তাঁহার কথা আর কি বলিব! ঈশ্বর তাঁহাকে সুমতি দিন!

মায়ের আদর

॥ ১ ॥

দিনের আলো ফুরায় নি তো,
ঘুমায় নি তো পাখি ;
এরি মধ্যে মুদে এল
কমল দুটি আঁখি !

॥ ২ ॥

কি আছে রে খোকনমণি,
ও চাঁদ-বয়ানে,
প্রাণ-মাতান এমন শোভা
পেলি কোন্ খানে ?

॥ ৩ ॥

কচি মুখে হাসির রেখা
উঠবে কবে ফুটি,
দেখতে সদা ব্যাকুল আমার
আকুল নয়ন দুটি ।

॥ ৪ ॥

এক দণ্ড দূরে গেলে
বুক যে উঠে কেঁপে,
প্রাণটা শীতল হয় না তোরে
বুকেতে না চেপে !

॥ ৫ ॥

আধ আধ—'মা'—'মা'—
বলবি রে তুই কবে ?
মধুর ধারা ঝরবে, আমার
শ্রবণ শীতল হবে !

॥ ৬ ॥

চলি—চলি—পা—পা—
খেলবি নেচে নেচে ;
প্রাণ-জুড়ান ধনকে নিয়ে,
থাকবো শুধু বেঁচে !

॥ ৭ ॥

উঠবি কোলে, নাচবি বুকে,
চড়বি পিঠের 'পরে,
রাত্তির দিন থাকবি আমার
হৃদয় আলো করে !

॥ ৮ ॥

করো আশিস, হে জগদীশ !
এই ভিক্ষা পদে,
মায়ের কোলে সোনার খুকুন
থাকুক নিরাপদে !

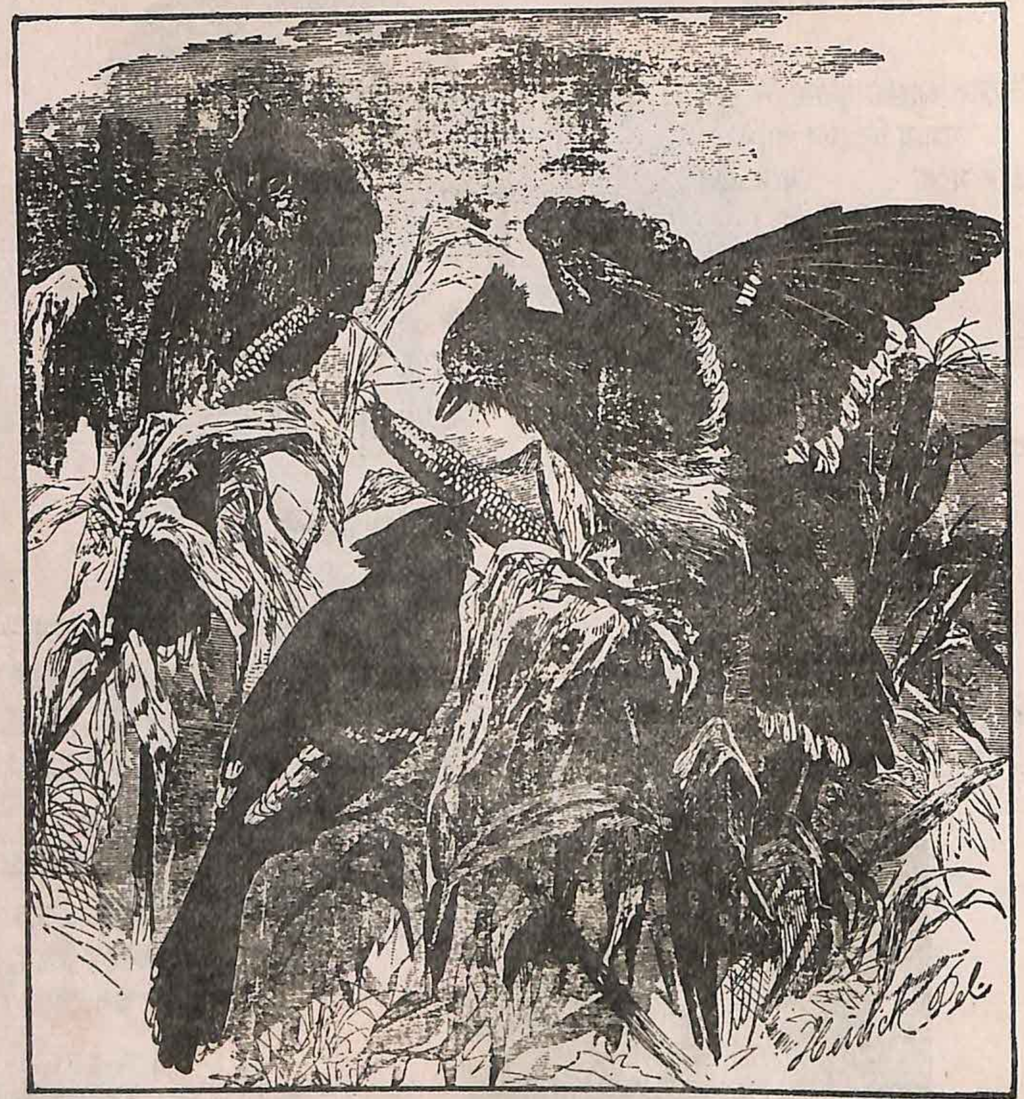

বুলবুলি

আয় রে সাধের বুলবুলি কণ্ঠে মধুর সুর তুলি,
খাবি-দাবি কলকলাবি, চাঁদমণিরে ঘুম পাড়াবি !

ACC NO - 15048

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৫ টাকা।

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২